ঘুষ বাণিজ্য

পাবিপ্রবি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে বাসভবন ঘেরাও ও বিক্ষোভ

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

| ঢাকা , রোববার, ০৩ নভেম্বর ২০১৯

দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম রোস্তম আলীসহ প্রশাসনের সব কর্মকর্তার পদত্যাগ দাবিতে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকাল থেকে এ রিপোর্ট লেখা (বিকেল সাড়ে ৪টা) পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখেন উপাচার্যকে। পরে, উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করতে ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য, সব অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা জানান, সম্প্রতি ফাঁস হওয়া পাবিপ্রবি উপাচার্য ড. এম রোস্তম আলীর কাছে চাকরিপ্রার্থীর ঘুষ ফেরতের অডিও তদন্তসহ ১২ দফা দাবি পূরণে গত পাঁচদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা। দাবি পূরণে বেঁধে দেয়া সময়সীমা পার হলেও প্রশাসন কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় উপাচার্যসহ প্রশাসনের পদত্যাগের

দাবিতে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেছেন তারা। দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দেন তারা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী প্রতিনিধি দলের সদস্য মাহমুদ কামাল তুহিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কেবল দুর্নীতিই নয়, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে একাধিকবার আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। শনিবার সকাল থেকে আমরা সব ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে উপাচার্যসহ প্রশাসনের সব কর্মকর্তার পদত্যাগ দাবি করছি। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ধারাবাহিক কর্মসূচি চলবে। তারা আরও অভিযোগ করেন, ঝিনাইদহে সরকারি উন্নয়নকাজে রডের বদলে বাঁশ ব্যবহৃত করা বিতর্কিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম লিমিটেডকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ হওয়া ৪৮০ কোটি টাকা খরচে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উন্নয়ন নয় বাজেটের টাকা লুটপাট করতেই তাদের নিয়োগ দিয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু ভিসি স্যারই নন, দায়িত্বপ্রাপ্তরা যে যার মতো করে অপকর্ম করে যাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি যেন দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। মাত্র ২৮ জোড়া বেঞ্চ ক্রয়ে খরচ দেখানো হয়েছে সাড়ে ৬ লাখ টাকা, গাড়ি ক্রয়ের আগেই ২৬ লাখ টাকা অগ্রিম জ্বালানি ক্রয় করা হয়েছে। যার রশিদ বিল ভাউচার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফেসবুক পেজে রয়েছে। আমরা সমস্যায় পড়লে

ভিসি স্যারকে ক্যাম্পাসে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সময়ে প্রক্টর বা ছাত্র উপদেষ্টা স্যারদের কাছে গিয়েও কোন সুরাহা পাওয়া যায় না। আমরা বাধ্য হয়েই এই দুর্নীতিবাজ ভিসিসহ কর্মকর্তাদের পদত্যাগ দাবি করছি।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদর ভিসির বাসভবন ঘেরাওয়ের ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, কয়েকটি বিভাগের চেয়ারম্যান ও ভিসি অনুসারী শিক্ষকরা।

গণমাধ্যমকর্মীরা বাসভবনে আটকে পরা উপাচার্য, ডিন ও শিক্ষকদের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলতে বার বার চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ অক্টোবর পাবিপ্রবির ইতিহাস ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ না হয়ে উপাচার্যের নিকট ঘুষ হিসেবে দেয়া টাকা ফেরত চাওয়ার একটি অডিও বিভিন্ন মাধ্যমে ভাইরাল হয়। পরে ওই অডিওতে মন্তব্য করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন শিক্ষককে শোকজ নোটিশ দেয়। এরপর গত ২৮ অক্টোবর থেকে শিক্ষার্থীরা ১২ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেও তাদের দাবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্নপাত না করায় শনিবার থেকে তারা উপাচার্য ও কর্মকর্তাদের পদত্যাগের আন্দোলন শুরু করেছে।